Handout Number : 648

**State Minister for Foreign Affairs holds meeting**

**with Saudi Minister for Hajj and Umrah**

Dhaka, August 23 :

State Minister for Foreign Affairs, Md. Shahriar Alam held a bilateral meeting with Saudi delegation led by Dr. Tawfig bin Fawzan Al-Rabiah, Saudi Minister for Hajj and Umrah, at the State Guest House Padma in Dhaka today. Both sides exchanged views on various aspects of the bilateral relations while appreciating the existing brotherly and warm relations between the countries.

Welcoming the Minister and his delegation, the State Minister stated that this was the third consecutive visit from the Kingdom to Dhaka this year which reflected the ever-deepening mark of the bilateral engagement in recent times. He apprised the meeting on Bangladesh’s recent development and socio-economic progress under the dynamic leadership of the Prime Minister Sheikh Hasina and sought more Saudi investment in various sectors in Bangladesh.

Appreciating Bangladesh’s recent economic gains as the top in South Asia, Saudi Minister informed the meeting about new initiatives undertaken by the Saudi government to facilitate and ease the performance of the Hajj and Umrah issues including the program of Road to Makkah, issuing four day transit visa for Bangladeshi passengers travelling through Saudi Arabia via Saudi national carriers including Saudia and NAS, withdrawing restrictions on single female travellers performing Umrah etc. He further apprised that the signing of the MoU on Air Services between the two countries would lead to the reduction of cost for the passengers from Bangladesh to Saudi Arabia. The Saudi side further elaborated on their plans on future Hajj and Umrah cooperation and expressed the desire to promote Bangladesh as a tourist destination for the Saudis.

The State Minister recalled the high-level visits by the Prime Minister and Saudi support in hosting the largest diaspora in Saudi Arabia from Bangladesh. He also touched on various sectoral collaboration areas including trade and investment, connectivity, defence etc. and proposed new avenues of cooperation in food security through contract farming and reiterated Bangladesh's offer to contribute to the implementation of the Saudi Green Initiative under Saudi Vision 2030. The Saudi Minister appreciated the role of Bangladeshi workers in the economic development of both Bangladesh and Saudi Arabia.

The State Minister sought Saudi Arabia’s support for a viable solution to this Rohingya crisis. The Minister greatly appreciated Bangladesh’s humanitarian gesture and assistance for the displaced Rohingyas.

The State Minister commended Saudi Arabia for the implementation of it Vision 2030 under the visionary leadership of Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman and hoped that the Crown Prince would undertake the much-awaited state visit to Bangladesh soon.

Earlier, the Saudi Hajj and Umrah Minister, paid a courtesy call to the Honourable President and held a bilateral meeting with the Ministry of Religious Affairs. Later in the afternoon, the delegation had a bilateral meeting with the Minister for Civil Aviation & Tourism. During the meeting, a  MoU on Air Services between Bangladesh and Saudi Arabia was inked.

The 150-member Saudi delegation included President of the General Authority of Civil Aviation, President of Saudia Airlines, Chief Executive of Saudi Tourism Authority,  Deputy Minister for International Cooperation of the Ministry of Hajj and Umrah and CEO of Pilgrim Experience Program. From Bangladesh side, Secretary (Maritime Affairs Unit), Director Generals of West Asia and Myanmar Wings of the Ministry of Foreign Affairs, Additional Secretary of the Ministry of Religious Affairs, Counsellor of Bangladesh Hajj office in Jeddah, and other officials were present during the meeting.

The Saudi delegation arrived Dhaka on 22 August on a three day official visit to Bangladesh. The delegation was received by the State Minister for Religious Affairs and senior officials of the Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Civil Aviation and Tourism.

#

Mohsin/Enayet/Sanjib/Salim/2023/20.55 Hrs.

তথ্যবিবরণী                                          নম্বর : ৬৪৭

**বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট):

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

গত ২১ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার সিডনির ক্যাম্পবেল টাউনস্থ রিজেস হোটেলে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের সাথে অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের পাট, তৈরি পোশাক, তুলা, হিমায়িত মাছ, মশলা ও ঔষধ রপ্তানির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতসহ সার্বিক কৃষিখাতে পণ্যের বহুমুখীকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে বাংলাদেশ সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের সদস্যরা বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রীর কাছে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের একত্র করে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং নতুন ব্যবসার সুযোগ অন্বেষণের বিষয়ে তাদের পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

এ সময় মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, সম্মিলিতভাবে কাজ করলে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া উভয় দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আনা সম্ভব হবে এতে উভয় দেশের মধ্যে নতুন নতুন ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের সভাপতি আব্দুল খান রতনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ব্রায়ান লালের সঞ্চালনায় মতবিনিময় অনুষ্ঠানে ফোরামের উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                          নম্বর : ৬৪৬

**বাংলাদেশ - সৌদি আরব বিমান চলাচল সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট):

বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আজ সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ পক্ষে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী এবং সৌদি আরবের পক্ষে সৌদি জেনারেল অথরিটি অব সিভিল এভিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আব্দুল আজিজ আল দুয়াইলেজ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এ সময় সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী ড. তৌফিক বিন ফাজওয়ান আল রাবিয়াহ, বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ঈসা ইউসেফ ঈসা আল দুলাইহান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান সহ দুই দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিমান চলাচল সংক্রান্ত নতুন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে সৌদি আরব কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বাংলাদেশের মনোনীত বিমান সংস্থা বাংলাদেশের যেকোনো পয়েন্ট হতে সৌদি আরবের যেকোনো আন্তর্জাতিক পয়েন্টে ফ্লাইট পরিচালনা করতে পারবে। উল্লেখ্য ২০১২ সালের সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশী বিমান সংস্থা সৌদি আরবের শুধু জেদ্দা, রিয়াদ, দাম্মাম ও মদিনা এই চারটি বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালনা করার সুযোগ পাচ্ছে ।

এছাড়াও, নতুন স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী বাংলাদেশ হতে সৌদি আরবে পরিচালিত ফ্লাইট এর ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে নির্ধারিত ৪৯ টি যাত্রী ও কার্গো ফ্লাইট ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তে ৪৯ টি যাত্রী ফ্লাইট ফ্রিকোয়েন্সি এবং নতুন করে ২১ টি কার্গো ফ্লাইটের ফ্রিকোয়েন্সি সুবিধা পাবে বাংলাদেশের বিমান সংস্থাগুলো। ২১ টি কার্গো ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে ফিফথ ফ্রিডম ট্রাফিক রাইটস এর আওতায় চারটি মধ্যবর্তী অথবা দূরবর্তী পয়েন্ট ব্যবহার করে ফ্লাইট পরিচালনা করা যাবে। এ চারটি পয়েন্ট পরবর্তীতে নির্ধারণ করা হবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় দেশের এভিয়েশন শিল্প বিকশিত হয়ে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হচ্ছে। গত সাড়ে চৌদ্দ বছরে সারাদেশে বিমান পরিবহন অবকাঠামোর যুগোপযোগী উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, যাত্রীসেবা বৃদ্ধি, কারিগরি ও জন দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের এভিয়েশন খাত উন্নত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার বাংলাদেশকে অন্যতম এভিয়েশন হবে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করছে। বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ফলে দুই দেশের এভিয়েশন খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো বৃদ্ধি পাবে। এটি দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সহযোগিতার সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশের পর্যটনের পরিকল্পিত উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী পর্যটন মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই সম্ভাবনা কে কাজে লাগাতে বাংলাদেশের পর্যটন খাতে দুই দেশের সহযোগিতার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে সৌদি আরব বাংলাদেশের পর্যটন খাতে বিনিয়োগ করলে তাকে আমরা স্বাগত জানাবো।

সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের সাথে সৌদি আরবের বন্ধুত্ব অত্যন্ত দৃঢ়। সৌদি আরবে একটি বড় বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে যারা দুই দেশের উন্নয়নেই ভূমিকা রাখছেন। নতুন সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী বিমান চলাচলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দুই দেশই এর সুফল পাবে।

সৌদি আরবের মন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশের আন্তরিক আতিথেয়তা এবং চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে বাংলাদেশের পর্যটনের বিকশিত হওয়ার বড় সুযোগ রয়েছে। যেকোনো পর্যটক বাংলাদেশের আতিথেয়তাকে আজীবন মনে রাখবে। সৌদি আরব ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পর্যটনের উন্নয়নে সহায়তা করবে।

#

তানভীর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                          নম্বর : ৬৪৫

**‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে জনপ্রতিনিধিদের সরকারের সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করতে হবে**

**-আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট):

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, বর্তমান সরকারের ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গঠন প্রক্রিয়ার সফল বাস্তবায়ন এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরকারের সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করতে হবে। তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দলমতের ঊর্ধ্বে ওঠে সর্বস্তরের জনগণের সার্বিক কল্যাণে সমন্বিত ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। এ সময় জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মূলনীতি গ্রাম শহরের উন্নতি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এ দর্শনকে ধারণ করে দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সারা দেশে পরিকল্পিত গণমুখী ও বাসযোগ্য টেকসই গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সুষম উন্নয়ন নীতিতে বিশ্বাস করে। এ নীতিতে সারাদেশে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনসেবা সুনিশ্চিত করার পরামর্শ দেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, বরিশাল জেলার প্রতিটি উপজেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতে রেকর্ড পরিমাণ উন্নয়ন কাজ সফলভাবে চলছে। তিনি এসব কর্মসূচির সুফল বরিশালবাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে জনপ্রতিনিধিগণকে অধিকতর সমন্বিত ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি বরিশালের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন।

#

আহসান/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৪৪

**বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে ছাত্রলীগ**

**--- এনামুল হক শামীম**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট):

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা ও জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলা গড়তে ছাত্রলীগের প্রতিটি নেতাকর্মীকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ ও আদর্শের নীতি ধারণ করে সততা, নিষ্ঠা ও নীতি নিয়ে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে। ছাত্রলীগের দীর্ঘ ঐতিহ্য ও গৌরব ধারণ করে সততা ও আদর্শ নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮ তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ ছাত্রলীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

জাকসু’র সাবেক ভিপি শামীম বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো না। তার নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু মানে একটি ইতিহাস, একটি দেশ ও একটি পতাকা। বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু মানেই আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। তাই বঙ্গবন্ধুকে কখনো বাংলাদেশ থেকে কেউ মুছে ফেলতে পারবে না।

এনামুল হক শামীম আরও বলেন, যে সংগঠন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গড়ে তুলেছিলেন মাতৃভাষা আদায়ের জন্য; যে সংগঠন এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখে গেছে; যে সংগঠন এদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে; সেই সংগঠনের নামই বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। যারাই অগ্নিসন্ত্রাস করে দেশকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে। আগামী নির্বাচনেও জননেত্রী শেখ হাসিনার নিরঙ্কুশ বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।

শামীম বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের করতে কাজ করে চলছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে একটি যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষানীতি করেছেন। দেশে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করছেন। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব করছেন। গত১৪ বছরে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের ঝনঝনানি নেই, অস্ত্রের মহড়া নেই, সেশন জট নেই। এখন বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া শেখ হাসিনার সরকারের অনন্য কৃতিত্ব।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি শাহরিয়ার রাহাত মোড়লের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আশিকুল ইসলাম আশিকের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক ড. সিদ্দিকুর রহমান। বিশেষ আলোচক ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোঃ মোহসিন কবীর।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসাইন, সহ-সভাপতি নুর এ আলম আশিক, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আরিফ হোসেন ছোটন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সোহেল রানা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ খাঁন শুভ প্রমুখ।

#

গিয়াস/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                          নম্বর : ৬৪৩

**প্রতিকূল এলাকার কৃষির উন্নয়নে আরো বেশি সহযোগিতা দরকার**

**- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট):

দেশের উপকূলীয়, হাওর, চরাঞ্চল, পাহাড়িসহ বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে জাতিসংঘের সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ)-কে আরো বেশি সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

আজ রাজধানীর গুলশানে হোটেল ওয়েস্টিনে ইফাদ আয়োজিত ইফাদ-বাংলাদেশের সম্পর্কের ৪৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, ইফাদের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। ইফাদ এদেশের কৃষিখাতের উন্নয়নে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে উপকূলের কৃষির উন্নয়নে স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রকল্পটি খুবই সফল। উপকূলের পাশাপাশি হাওর, চরাঞ্চল, পাহাড়িসহ বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকায় এ প্রকল্পের সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সম্প্রতি আমরা ৭ হাজার ২০০ কোটি টাকার পার্টনার প্রকল্প নিয়েছি। এতে বিশ্বব্যাংকের সাথে ইফাদেরও অর্থায়ন রয়েছে। এই প্রকল্পটি কৃষির উন্নয়ন ও রূপান্তরে বিরাট ভূমিকা রাখবে ও এটি একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, অনেক উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা সংস্থার মধ্যে আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা রয়েছে। ইফাদ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

অনুষ্ঠানে ইফাদের এসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট ডোনাল ব্রাউন, কান্ট্রি ডিরেক্টর আর্নো হামিলিয়ার্স প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ইফাদ বাংলাদেশে ১৯৭৮ সাল থেকে কাজ করছে। বিগত ৪৫ বছরে সংস্থাটি বিভিন্ন খাতে ঋণ ও অনুদান হিসাবে ২ হাজার ৬২৬ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে।

#

কামরুল/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                          নম্বর : ৬৪২

**সংবিধানের বাইরে গিয়ে নির্বাচন করার ক্ষমতা কারো নেই**

**-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট):

দেশে অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টির জন্য বিএনপি অস্থির ও পাগল হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, বিএনপির নেতা তারেক রহমান লন্ডনে বসে রিমোট কন্ট্রোলে দল চালাচ্ছে। সেখান থেকে আন্দোলন আর সন্ত্রাসের জন্য নেতাকর্মীদের উস্কানি দিচ্ছে। লন্ডনে নিরাপদে থেকে দেশে বিএনপির কর্মীদের ও এদেশের মানুষকে ঝুঁকিতে ফেলছে।

আজ ঢাকার শাহবাগে শিশু পার্কের সামনে ঢাকা ফুল ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সংবিধানের বাইরে গিয়ে নির্বাচন করার ক্ষমতা কারো নেই। বিএনপির আন্দোলনের কোন ভিত্তি নেই। তাদের আন্দোলনে কিছু কর্মী যোগ দিলেও, সাধারণ জনগণ এসব আন্দোলনের সাথে নেই। ক্ষমতায় থাকতে বিএনপি যেসব অপকর্ম করেছিল, সেজন্য তারা এখনো জনবিচ্ছিন্ন। কাজেই, বিএনপি আন্দোলন করে কখনো সফল হতে পারবে না।

মন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপি এখন বিদেশে ধরনা দিচ্ছে, বিদেশিদের হাতে-পায়ে ধরছে আর দেশের বিরুদ্ধে নানা রকম অপপ্রচার চালাচ্ছে। বিএনপি মনে করছে, আন্দোলন-সন্ত্রাস করে সরকারের পতন ঘটাবে। কিন্তু সেটি তারা পারবে না; কারণ আওয়ামী লীগের ক্ষমতার উৎস এদেশের জনগণ। জনগণ আওয়ামী লীগের সাথে আছে।

সারা বছর ফুল উৎপাদন করে দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশেও যাতে রপ্তানি করা যায়, সেলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় নানান রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ফুল খুবই সম্ভাবনাময় ফসল। এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুলের চাষ বাড়ছে। সেজন্য, ফুল চাষিদের স্বার্থ রক্ষায় কৃত্রিম বা সিনথেটিক ফুলের ব্যবহার কমাতে হবে। কৃত্রিম ফুল আমদানিতে অচিরেই উচ্চহারে শুল্কারোপ করা হবে, যাতে করে আমদানি না হয়।

অনুষ্ঠানে ঢাকা ফুল ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি সভাপতি বাবুল প্রসাদ, সাধারণ সম্পাদক রাজীব শেখ মেরিন, উপদেষ্টা মোস্তফা জামান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ফুল ব্যবসায়ীরা জানান, বর্তমানে দেশে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ফুলের বাজার রয়েছে।

#

কামরুল/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৩৯

**আগামী ৫০ বছরে দেশকে ভূমিকম্প সহনীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে**

**--- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট):

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, আগামী ৫০ বছরে পুরো দেশকে ভূমিকম্প সহনীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে।

আজ রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে ‘সুপার-সমকাল আর্থকোয়েক অ্যান্ড ফায়ার প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যাওয়ার্ড ২০২৩’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভূমিকম্প মোকাবিলায় এখনও পর্যাপ্ত সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি বাংলাদেশ। দেশে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকায় দেড় লাখ মানুষ নিহত হবে, ৫ লাখ মানুষ হতাহত হবে। ১ লাখ ৭২ হাজার বাড়িঘর ধ্বংস হবে। জাপানের মতো দেশের ভূমিকম্প সহনীয় দেশে পরিণত করতে ৩০ বছর লেগেছে। সেখানে আমরা চেষ্টা করছি অন্তত ৫০ বছরে হলেও যেন বাংলাদেশ ভূমিকম্প সহনীয় দেশে পরিণত করা যায়। সে লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

ঢাকার ঝুঁকিপূর্ণ ও ১০০ বছরের বেশি পুরানো ভবনগুলো পর্যায়ক্রমে ভেঙে ফেলা হবে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিল্ডিং কোড ছাড়া নতুন করে কোনো ভবন নির্মাণ করতে দেয়া হবে না। জাইকা'র সহযোগিতায় নতুন করে ভূমিকম্প সহনীয় ভবন নির্মাণ করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ভূমিকম্প সহনীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গড়তে আমরা কাজ করছি। এক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দূর্যোগের ঝুঁকি কমানোর সুফল আমরা পাচ্ছি। ইতোমধ্যে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করতে পোশাক খাতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

এনামুর রহমান বলেন, সরকার ইতোমধ্যে ৮টি জোনে ভাগ করে ঢাকাকে ভূমিকম্প সক্ষমতা তৈরি করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। জাইকা’র সহযোগিতায় ভূমিকম্প সহনীয় ভবনের ওপর সার্ভে করা হয়েছে। জাপান সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে। ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমাতে পুরানো ভবন ভাঙা হবে জানিয়ে তিনি আরো বলেন, জাপানের আর্থিক ও জাইকা'র কারিগরি সহযোগিতায় নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। এজন্য বেসরকারিভাবে প্রকৌশলী নিয়োগ দেয়া হবে। শুধু ভবন নয়, নতুন সব ব্রিজ নির্মাণ করা হবে ভূমিকম্প সহনীয় সক্ষমতায়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভূমিকম্প মোকাবিলায় আসলে আমাদের খুব বেশি সক্ষমতা নেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের জন্য আমাদের অর্জন আছে, অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় আমরা শতভাগ সফল। আমরা ৪২০ কোটি টাকার উদ্ধার ও অনুসন্ধান কাজের উপকরণ কিনেছি। সেগুলো ফায়ার সার্ভিস, সিটি কর্পোরেশন ও সেনাবাহিনীকে দেয়া হয়েছে।

#

সেলিম/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৭৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                          নম্বর : ৬৩৮

**মেরিটাইম সেক্টর এবং মোঙলা বন্দরের আধুনিকায়নে চীনা বিনিয়োগের আগ্রহ**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট):

চীন বাংলাদেশের মেরিটাইম সেক্টর এবং মোঙলা বন্দরের আধুনিকায়নে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

আজ নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সাথে সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন (Yao Wen) সাক্ষাতে এ আগ্রহের কথা জানান।

তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে; এ সম্পর্ক যাতে আরো বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ করা যায় সে বিষয়ে উভয় দেশ কাজ করছে। বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগের প্রকল্পগুলো চলমান রয়েছে। করোনার ধাক্কা, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের পরেও ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পগুলো এগিয়ে চলছে। করোনার ধাক্কা, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে অন্যান্য দেশে অসুবিধা হলেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সাথে চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে চীন কোনো ইন্টারফেয়ার করবে না। আগামীতে দেশ কে পরিচালনা করবে-সেটা দেশের জনগণ নির্ধারণ করবে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৬৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                          নম্বর : ৬৩৭

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি’র ৩৫তম বৈঠক অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট):

একাদশ জাতীয় সংসদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৫তম বৈঠক আজ কমিটি’র সভাপতি এ বি তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

কমিটি সদস্য মোঃ আফতাব উদ্দিন সরকার, মীর মোস্তাক আহমেদ রবি, জুয়েল আরেং, মজিবুর রহমান চৌধুরী, মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী এবং কাজী কানিজ সুলতানা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠকে গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিংবোন বন্ড (২য় পর্যায়) প্রকল্প এবং গ্রামীণ রাস্তায় কম-বেশী (১৫মি: দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া, কাবিখা এবং টিআর প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ কেবল গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ কাজে ব্যবহার না করে আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েলসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করার নীতি গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

বৈঠকে ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার খাতিরে এবং স্থানীয় সংসদ-সদস্যদের সুপারিশক্রমে দৈর্ঘ্য ১৫মি: এর অধিক ৫%-১০% বৃদ্ধি করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করা হয়।

বৈঠকের শুরুতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাত্রিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিবসহ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় নিহত নেতাকর্মী, মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহিদ, সম্ভ্রম হারানো দুই লক্ষ মা-বোন, জাতীয় চার নেতা এবং ভাষা আন্দোলনসহ সকল শহিদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বৈঠকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

[

#

নোমান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/রবি/কামাল/২০২৩/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                          নম্বর : ৬৩৬

**রাষ্ট্রপতির সাথে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রীর সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট):

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সাথে আজ বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেছেন সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত মন্ত্রী ড. তৌফিগ বিন ফাওজান আল রাবিয়াহ।

রাষ্ট্রপতি তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সৌদি আরব বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাষ্ট্র। দুদেশের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। সৌদি আরব বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সৌদি আরব বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির অন্যতম গন্তব্য। সৌদি আরবে কর্মরত বাংলাদেশি দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তি দুই দেশের অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সৌদিতে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের কল্যাণে সৌদি সরকার আরো বেশি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

পবিত্র হজ পালনে বাংলাদেশি হাজিদের জন্য ঢাকায় ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই উদ্যোগের ফলে হাজিগণের যাত্রা এবং হজ পালন সহজ ও আরামদায়ক হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ভবিষ্যতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল হজ যাত্রীগণ আরো সহজে ও নির্বিঘ্নে হজ পালন করতে পারবেন। এ বছর রাজকীয় অতিথি হিসেবে হজ পালনকালে উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য রাষ্ট্রপতি সৌদি সরকারের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কাছে পবিত্র হারাম শরীফ ও মসজিদ-ই-নববীসহ বিভিন্ন ইসলামি ঐতিহ্য অত্যন্ত সম্মানের ও মর্যাদাপূর্ণ।

বাংলাদেশে মিয়ানমার থেকে আগত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য সৌদি সরকারের মানবিক সহায়তায় সন্তোষ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আশা প্রকাশ করেন, সৌদি আরব রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে আরো জোরালো ভূমিকা রাখবে। পবিত্র হজ পালনকালে সৌদি প্রধানমন্ত্রী ও যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান-এর সাথে সাক্ষাতের উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন যে তিনি শীঘ্রই বাংলাদেশ সফরে আসবেন।

সৌদি মন্ত্রী ড. তৌফিগ বিন ফাওজান আল রাবিয়াহ বলেন, ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম দুই দেশ সৌদি আরব ও বাংলাদেশের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক দিন দিন নতুন উচ্চতায় উন্নীত হচ্ছে। তাঁর দেশ বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে সম্পর্ক বাড়াতে খুবই গুরুত্ব দেয়।

সৌদি মন্ত্রী বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ায় তিনি বাংলাদেশ সরকার ও জনগণকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে সৌদি সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশি হাজিগণ যেন আরো সহজে ও নির্বিঘ্নে হজ পালন করতে পারেন সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সাক্ষাৎকালে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান, রাষ্ট্রপতির সচিবগণ, ধর্ম সচিব ও বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন।

#

রাহাত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রবি/শাম্মী/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১৪৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                          নম্বর : ৬৩৫

**বাঙালি জাতির অধিকারের বিষয়ে আপসহীন ছিলেন বঙ্গবন্ধু**

**-স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট):

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির অধিকার প্রশ্নে কোন ছাড় দেননি। ৫২’র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৬৬’র ছয় দফা দাবি এবং ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান থেকে পর্যায়ক্রমে দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে অটল ও নির্ভীক ছিলেন তিনি। হাজার বছরের পরাধীন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলমন্ত্রে তিনি এক সূত্রে গাঁথতে পেরেছিলেন।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারস মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু পরিষদ লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, ঢাকা আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানি শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নিজ জীবনের বেশিরভাগ সময় জেলে ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছিলেন জাতির পিতা, কিন্তু বাঙালির স্বাধিকার প্রশ্নে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক, যে মহান নেতা আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন আমরা তাঁকে রক্ষা করতে পারিনি। আমাদেরই কিছু কুলাঙ্গার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করে ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত করেছিল।

এ সময় তিনি স্বাধীনতার পরে মাত্র সাড়ে তিন বছরে বঙ্গবন্ধুর হাতে দেশের উন্নয়নের চিত্র বিস্তারিত তুলে ধরে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ অনেক আগেই উন্নত দেশের কাতারে শামিল হতে পারত।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এ সময় লাকসাম মনোহরগঞ্জসহ বৃহত্তর কুমিল্লার উন্নয়নে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কুমিল্লাকে একটি আধুনিক শহর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য যে যে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তার সবই করা হয়েছে।

সভাপতিত্ব করেন ‘বঙ্গবন্ধু পরিষদ’ লাকসাম-মনোহরগন্জ্ঞের সভাপতি মোঃ অহিদ উল্লাহ মজুমদার, উপস্থিত ছিলেন ‘বঙ্গবন্ধু পরিষদ’ লাকসাম-মনোহরগন্জ্ঞের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ওসমান গনি ভূঁইয়া, লাকসাম উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট ইউনুস ভূইঁয়া প্রমুখ।

#

হেমায়েত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১০৩৫ ঘণ্টা